তারিখ ... 30 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

দৈনিক
আমাদের সময়

স্কুলের সামনে বিপজ্জনক বাসস্ট্যান্ড

হাবিব রহমান ●

লোহার গেটটিকে সজোরে ধাক্কা মারল একটি বাস। গেটের সামনেই দ্রুতগতিতে বাসটি ঘোরালো চালক। ঘুরিয়েই ঠিক গেটের সামনে লম্বা করে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো বাসটি। এ ঘটনা গতকাল দুপুর ১টা ৫৬ মিনিটে। রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানার আগারগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনের এমন দৃশ্যপট নিত্যদিনের। স্কুলের সামনের খালি জায়গা এবং সড়ক দখল করে বাসস্ট্যান্ড গড়ে তোলা হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছে, এতে যে কোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। এরই মধ্যে স্কুলের এক ছাত্র বিকালে খেলার সময় গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়। শুধু তাই নয়, ছাত্রীদের টিজ করছেন পরিবহন শ্রমিকরা। পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ করা হলেও কার্যকর সাড়া মিলছে না।

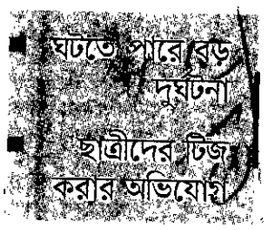

স্কুলটিতে দুই শিফটে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৯৫০ শিক্ষার্থী রয়েছে। তাদের অর্ধেকই ছাত্রী। এই স্কুলে শিক্ষক ২৯ জন ও কর্মচারী ৬ জন।

গতকাল দুপুরে দেখা যায়, স্কুলটির গেটের সামনের সড়কে সারি সারি রাখা ১১টি বাস। সব বাসই কাজীপাড়া-আব্দুল্লাহপুর রুটে চলাচলকারী জাবালে নূর পরিবহনের। বাসগুলো বেপরোয়া গতিতে ঘোরানো হচ্ছিল। এ সময় স্কুলটির প্রধান শিক্ষক বাইরে এসে পরিবহন

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

স্কুলের সামনে বিপজ্জনক

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। জাবালে নূর পরিবহনের লাইনম্যান রশিদ এসে স্যারকে 'সরি'ও বলেন। কিন্তু শিক্ষক ভেতরে ঢোকামাত্রই আবার একই কাজ শুরু হয়। সকালে ও ভোরে আরও বেশি বাস সেখানে রাখা হয়।

প্রধান শিক্ষক এ সমস্যার কথা জানিয়ে শেরেবাংলা নগর থানার ওসির কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়, স্কুলের গেটের সামনে খালি জায়গায় গাড়ি পার্কিংয়ের কারণে আসা-যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। পরিবহন কর্মচারী এবং ফুটপাত দখল করে গড়ে ওঠা চায়ের দোকানে থাকা বখাটেরা স্কুলছাত্রীদের অশালীন কথা বলে উত্যক্ত করে। এ ছাড়া গাড়ির ধাক্কায় যে কোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে বড় দুর্ঘটনা।

স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়, পুলিশ এসে দু-একবার তাদের সরিয়ে দিলেও ফের একই কাজ করেন বাসচালকরা। মাসখানেক আগে ৭১ পরিবহনের কয়েকটি বাস একই জায়গায় রাখা শুরু করে। পরে স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বাস সরিয়ে নেওয়া হয়। এসব বিষয়ে কথা বলতে চাইলে রাজি হননি জাবালে নূর পরিবহনের কয়েকজন কর্মচারী। তবে শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। স্কুলটির ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ হবিবুর রহমান আমাদের সময়কে বলেন, বাস ঘোরাতে দেখলে আমার মাথার ভেতরও ঘোরে। মনে হয় এই বুঝি কোনো শিক্ষার্থী আহত হলো। কোনো দুর্ঘটনা ঘটার আগে বাসস্ট্যান্ডটি সরিয়ে নিতে অনুরোধ করেন এ শিক্ষক।

এ বিষয়ে শেরেবাংলা নগর থানার ওসি জিজি বিশ্বাস আমাদের সময়কে বলেন, এটি আমাদের বিষয় নয়; ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন তিনি।

স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়, একবার সিদ্ধান্ত হয়েছিল বিক্ষোভ দেখানোর। যতক্ষণ যথাযথ কর্তৃপক্ষ এসে এটি উঠিয়ে না দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে বিক্ষোভ। এমন কথার পরিপ্রেক্ষিতে স্কুলের গেট থেকে শুধু কয়েকটি দোকান এবং বস্তিঘর তুলে দেওয়া হয়। আর কোনো পরিবর্তন হয়নি।